ঝালাপালা

সুকুমার রায়

ঝালাপালা

সুকুমার রায়

সুকুমার রায়

ঝালাপালা

প্রথম প্রকাশ: অজানা

সুকুমার রায়

(জন্ম: ১৮৮৭ মৃত্যু: ১৯২৩)

সুকুমার রায়ের নাটক ঝালাপালা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না; নাটকটির রচনাকাল, প্রকাশকাল বা গ্রন্থাকারে এর প্রথম প্রকাশ—এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করা যায় না। পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মৃত্যুর পরে সুকুমার রায় 'সন্দেশ' পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন এবং প্রতি সংখ্যায় আগের থেকে বেশি পরিমাণে সুকুমার রায়ের লেখা থাকত। অন্যদিকে, জীবিত থাকাকালে সুকুমার রায়ের কোন বই প্রকাশিত হয় নাই। ফলে অনুমান করা যেতে পারে নাটক 'ঝালাপালা' প্রথম 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং লেখকের মৃত্যুর পরে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তবে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের প্রকাশনী বা প্রকাশকালের তথ্যাদি পাওয়া যায়নি।

পাত্রগণ

পণ্ডিতমশায়, ঘটিরাম ও কেষ্টা [ছাত্র], পুলিস, জমিদার, দুলিরাম ও খেঁটুরাম [জমিদারের মোসাহেব], রামকানাই [জমিদারের ভৃত্য], কেবলচাঁদ [ওস্তাদ], কেদারকৃষ্ণ [জমিদারের মামা], জুড়ির দল।

জুড়ির গান

সখের প্রাণ গড়ের মাঠ
পড়ায় নাইরে মন
অতি ডেঁপো দুকান কাটা
কাউকে নাহি মানে
গুরুমশাই টিকিওয়ালা
জমিদারের বাড়ি–
ছাত্র দুটি করেন পাঠ–
(সবাই) হচ্ছে জ্বালাতন!
ছাত্র দুটি বেজায় জ্যাঠা,
(সবাই) ধর ওদের কানে!
নিত্যি যাবেন ঝিঙেটোলা
(সেথা) আড্ডা জমে ভারি!

প্রথম দৃশ্য

পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি

পণ্ডিত। (স্বগত) রোজ ভাবি জমিদারমশাইকে বলে কয়ে তার বাড়িতেই একটা টোল বসাব। তা, একটু নিরিবিলি যে কথাটা পাড়ব, সে আর হয়ে উঠল না। যেসব বাঁদর জুটেছে, দুটো বাজে কথা বলবার কি আর যো আছে। এইজন্যেই বলি ন্যায়শাস্ত্র যে পড়েনি, সে মানুষই নয়–সে গরু, মর্কট!

[নেপথ্যে সংগীত]

এই!–আবার চলল! এ এখন সারাদিন চলতে থাকবে! গলা ত নয়, যেন ফাটা বাঁশ! গানের তাড়ায় পাড়াসুদ্ধ লোক ত্রাহি ত্রাহি কচ্ছে–কাগটা পর্যন্ত ছাতে বসতে ভরসা পায় না, অথচ ভাবখানা দেখায় এমনি, যেন গান শুনিয়ে আমাদের সাতচোদ্দং তিপ্পান্ন পুরুষ উদ্ধার করে দিচ্ছে! আ মোলো যা–

[ঘটিরামের প্রবেশ]

এত দেরি হল কেন? এতক্ষণ কী কচ্ছিলি?
ঘটিরাম। আজকে শিগগির শিগগির ছুটি দিতে হবে!
পণ্ডিত। বটে! অনেকদিন পিঠে কিছু পড়েনি বুঝি! ছুটি কিসের?
ঘটিরাম। তাও জানেন না! ও পাড়ায় গানের মজলিস হবে যে! বড় বড় ওস্তাদ–
পণ্ডিত। না, না, ছুটি পাবিনে–যা! পড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এসেই ছুটির খোঁজ–
ঘটিরাম। বাঃ! ঝিঙেটোলার জমিদারবাবু আসবেন!
পণ্ডিত। লাট সাহেব এলেও যেতে পাবিনে। কেষ্টা কোথায়?
ঘটিরাম। জানিনে। ডেকে আনব? ওরে কেষ্ট।
[প্রস্থানোদ্যম]
পণ্ডিত। থাক্ থাক্, ডাকতে হবে না। ওখেনে বসে পড়।
ঘটিরাম। 'অল ওয়ার্ক্ অ্যান্ড্ নো প্লে মেকস্ জ্যাক এ ডাল বয়'–বালকদিগকে খেলিবার সুযোগ দেওয়া উচিত, কেননা, কেবলই লেখাপড়া করিলে মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বালকদিগকে খেলিবার সুযোগ দেওয়া উচিত, কেননা, কেবলই লেখাপড়া করিলে মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয়–ফুর্তিটুর্তি সব মাটি। কেননা,

কেবলই লেখাপড়া করিলে মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয়–এই আমাদের যেমন হয়েছে। কেননা–
পণ্ডিত। ও জায়গাটা পাঁচশোবার করে পড়তে হবে না। তোর অন্য পড়া নেই?–ঐ যে পুলিসটা যাচ্ছে, ওকে একটু ডাকা যাক্। এই পাহারাওয়ালা–ইদিকে আও।

[পুলিসের প্রবেশ]

দেখো, হামারা পাশের বাড়িমে দিনরাত ভর এইসা ক্যাঁচক্যাঁচ করতা, নিদ্রার অত্যন্ত ব্যাঘাত হোতা হায়–ইস্‌কো কুছ প্রতিকার হয় না রে ব্যাটা?

পুলিস। কেয়া বোল্‌তা বাবু?
পণ্ডিত। আহা, এইটা দেখি একেবারে নিরক্ষর মূর্খ! আরে, পাশের বাড়িমে একঠো গানের ওস্তাদ হায় নেই? উস্‌কো একদম কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেহি হায়– দিনরাত ভর্ কেবল সারে গামা ভাঁজতা হায়।
পুলিস। কেয়া হোতা?
পণ্ডিত। আরে, খেলে যা! (সুর করিয়া) সারে গাগা মাপা ধানি ধানি এইসা করতা হায়–
পুলিস। হাম কেয়া করেগা বাবু–উ হামারা কাম নেহি।
পণ্ডিত। নাঃ তোমার কাজ না! মাইনে খাবে তুমি আর কাজ করবে বেচারাম তেলি!
পুলিস। হাঁ বাবু।
পণ্ডিত। চেঁচাস কাঁহে? ফের পূজার বকশিশ চায়গা ত এইসা উত্তম মধ্যম দেগা–থোঁতামুখ ভোঁতা কর দেগা।
পুলিস। আরে, পাগলা হায়রে–পাগলা হায়!

পণ্ডিত। দেখ! ছোঁড়াটার আর সারাশব্দ নেই! ঘটে!
ঘটিরাম। অ্যাঁ–
পণ্ডিত। 'অ্যাঁ' কি রে বেয়াদব? 'আজ্ঞে' বলতে পারিসনে? আধঘণ্টা ধরে 'অ্যাঁ' করতে লেগেছে! বলি, পড়ছিস না কেন?
ঘটিরাম। হ্যাঁ, পড়ছিলাম ত!
পণ্ডিত। শুনতে পাই না কেন? চেঁচিয়ে পড়!
ঘটিরাম। (চিৎকার) অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড–
পণ্ডিত। থাক্, থাক্–অত চেঁচাসনে–একেবারে কানের পোকা নড়িয়ে দিয়েছে।

[কেষ্টার প্রবেশ]

কেষ্টা। লেখাপড়া করে যেই গাড়িচাপা পড়ে সেই। শুনলুম আজকে ও পাড়ায় গানের মজলিস হবে।
পণ্ডিত। এতক্ষণে পড়তে এসেছিস?
কেষ্টা। 'আই গো আপ্, ইউ গো ডাউন্'–সেই কখন এসেছি– এতক্ষণ কত পড়ে ফেললাম! 'আই গো আপ্, ইউ গো ডাউন্'–
পণ্ডিত। যা, যা, আমি যেন আর দেখিনি, কাল আসিস্‌নি কেন?
কেষ্টা। কালকে, কাল কি করে আসব? ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত–
পণ্ডিত। ঝড় বৃষ্টি কিরে? কাল ত দিব্যি পরিষ্কার ছিল!
কেষ্টা। আজ্ঞে, শুক্কুরবারের আকাশ, কিচ্ছু বিশ্বাস নেই কখন কি হয়ে পড়ে!
পণ্ডিত। বটে! তোর বাড়ি কদ্দুর?
কেষ্টা। আজ্ঞে, ঐ তালতলায়–'আই গো আপ্, ইউ গো ডাউন্–' মানে কি?

পণ্ডিত। ‘আই’–‘আই’ কিনা চক্ষুঃ, ‘গো’–গয়ে ওকারে গো–গৌ গাবৌ গাবঃ, ইত্যমরঃ ‘আপ্’ কিনা আপঃ সলিলং বারি অর্থাৎ জল–গরুর চক্ষে জল–অর্থাৎ কিনা গরু কাঁদিতেছে–কেন কাঁদিতেছে–না ‘উই গো ডাউন্’, কিনা ‘উই’ অর্থাৎ যাকে বলে উইপোকা–‘গো ডাউন্’, অর্থাৎ গুদোমখানা–গুদোমঘরে উই ধরে আর কিছু রাখলে না–তাই না দেখে, ‘আই গো আপ্’–গরু কেবলি কান্দিতেছে–

[ঘটির বিকট হাস্য]

পণ্ডিত। ঘটে!
ঘটিরাম। অ্যাঁ–না, আজ্ঞে–
পণ্ডিত। ফের ওরকম বিটকেল শব্দ করবি ত পিটিয়ে সিধে করে দেব।

[নিদ্রাচেষ্টা]

কেষ্টা। পণ্ডিতমশাই, ও পণ্ডিতমশাই!
ঘটিরাম। ঘুমুচ্ছে? (ঠেলিয়া) ও পণ্ডিতমশাই! কেষ্টা ডাকছে, কেষ্টা ডাকছে–
কেষ্টা। পণ্ডিতমশাই, এই জায়গাটা বুঝতে পারছি না।
পণ্ডিত। হুঁ, দেখি নিয়ে আয়, কোন জায়গাটা–সব বলে দিতে হবে! তোদের আর কিচ্ছু হবে না! ‘ওয়ান্‌স্ আই মেট্ এ লেম্ ম্যান্ ইন এ স্ট্রিট নিয়ার মাই হাউস্।’ ‘ওয়ান্‌স্ আই মেট্ এ লেম্ ম্যান্’–কিনা একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। ‘ইন্ এ স্ট্রিট’–সে বিস্তর চেষ্টা করিল ‘নিয়ার মাই হাউস্’–কিন্তু হাড় বাহির হইল না। এই সোজা ইয়েটা বুঝতে পাল্‌লি না? (ঘটিরামের প্রতি)

কিরে? পালাচ্ছিস যে!
ঘটিরাম। নাঃ, পালাচ্ছি না ত! কেষ্টা এমনি গোলমাল কচ্ছে–কিচ্ছু আঁক কষতে পাচ্ছি না।
পণ্ডিত। কি আঁক? দেখি নিয়ে আয়।
ঘটিরাম। আজ্ঞে এই যে! এই চার সের আলুর দাম যদি দশ আনা হয় তবে আদ্ মোন পটলের দাম কত?
পণ্ডিত। দেখি, চার সের আলু দশ আনা ত! তবে আদ্ মোন পটল–আহা, আবার পটল এল কোত্থেকে?
ঘটিরাম। তা তো জানি না, বোধ হয় পটলডাঙা থেকে?
পণ্ডিত। দূৎ! একি একটা আঁক হতে পারে? গাধা কোথাকার!
ঘটিরাম। তাই বলুন! আমি কত যোগ করলাম, ভাগ করলাম, শেষটায় জি- সি- এম্ পর্যন্ত করলাম, কিছুতেই হচ্ছিল না। বড্ড শক্ত–না?
পণ্ডিত। মেলা বকিস নে, যাঃ!
ঘটিরাম। যাব? ছুটি?
কেষ্টা। ছুটি–ছুটি–ছুটি–
পণ্ডিত। না, না, ছুটি টুটি হবে না।
ঘটিরাম। হ্যাঁ ভাই, তুই সাক্ষী আছিস, বলেছে যা!
কেষ্টা। হ্যাঁরে, আমাদের কিন্তু দোষ নেই।
[প্রস্থান]
পণ্ডিত। দেখলে কাণ্ডটা! এই সব হুজুকেই ত ছেলেগুলোকে মাটি করলে! আর জমিদারমশাইয়ের আক্কেলটা দেখ–এখানে এসে অবধি দশভূতে তাকে পেয়ে বসেছে–দেখ দেখি, টাকা ওড়াবার জন্য শেষটায় কিনা গানের মজলিস!ছ্যা ছ্যা! [প্রস্থান]

জুড়ির গান

সাবধান হয়ে সবে অবধান কর রে।
ওহে শিষ্য গুণধর কোলাহল ছাড় রে।।
(আহা) কেনা জানে চণ্ডীবাবু ঝিঙেটোলার জমিদার।
(আহা) অনুরক্ত ভক্ত মোরা চরণে প্রণমি তার।।
(ওসে) বিক্রমে বিক্রমাদিত্য সর্বশাস্ত্রে ধুরন্ধর।
(আহা) সাক্ষাৎ যেন দাতাকর্ণ দানব্রতে ভয়ঙ্কর।।
(এরা) খাচ্ছে দাচ্ছে ফুর্তি কচ্ছে নিত্য তারি কল্যাণে।
(সেথা) চব্বিশ ঘণ্টা মারছে আড্ডা বখশিশাদির সন্ধানে।।
(সেথা) নিত্য নতুন হচ্ছে হল্লা লোকারণ্য মারাত্মক।
(সেথা) বাদ্যের ঘটা খাদ্যের ঘটা অর্থের শ্রাদ্ধ অনর্থক।।
(আহা) একজন বড্ড সাধাসিধে ভেদ করে না আত্মপর।
(আর) টাকার লোভে বসে থাকে যত ব্যাটা স্বার্থপর।।
(ওরে) পণ্ডিতমশাই ব্যস্ত বড্ড চণ্ডীবাবুর হিতার্থ।
(দেখ) অন্নলুচি ধ্বংস করি কচ্ছেন সবায় কৃতার্থ।।
(আহা) বিদ্যে জাহির কচ্ছে সবাই পোলাও কোর্মা ভোজনে।
(দেখ) যত রাজ্যের নিষ্কম্মার দল বাড়ছে সবাই ওজনে।।
(ওরে) অবিশ্রান্ত হুজুক নিত্য মুহূর্তেকো শান্তি নেই।
(আজ) পঞ্চ বর্ষ অন্ত হৈল ক্ষান্ত দেবার নামটি নেই।।
(ওরে) কস্মিনকালে শুনি নাই রে এমন কাণ্ডকারখানা।
(ওই) খোসামুদে ভণ্ডগুলো আহ্লাদেতে আটখানা।।
(আহা) পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হবে চণ্ডীবাবুর মস্তকে।
(দেখ) অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হবে চিত্রগুপ্তের পুস্তকে।।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জমিদার বাড়ি

[দুলিরাম ও খেঁটুরাম]

দুলিরাম। এত কাণ্ডকারখানা করা গেল, এখন ভালো রকম দু- একটা ওস্তাদ আসে তবে মজলিসটা জমে।

খেঁটুরাম। হ্যাঁ। বেশ তালে আছি দাদা! ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, খাও দাও আর ফুর্তি কর।

দুলিরাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেরকম ঘি দুধ চর্ব চোষ্য চলছে, আর কটা দিন যেতে দাও না–আর চিনবার যো থাকবে না!

[কেবলচাঁদের প্রবেশ]

কেবল। আমি মনে কচ্ছিলুম আপনাদের মসলিসে আজ গুটি দশেক গান শোনাব।

খেঁটুরাম ও দুলিরাম। (পরস্পরের প্রতি) এ কে রে?

কেবল। সে কী! আপনারা কেবলচাঁদ ওস্তাদকে চেনেন না?

খেঁটুরাম। কোনো জন্মে নামও শুনিনি–

দুলিরাম। চোদ্দপুরুষে কেউ চেনে না–

কেবল। হ্যাঁ, তা আপনারা গোপীকেষ্টবাবুকে চেনেন ত?

দুলিরাম ও খেঁটুরাম। গোপীকেষ্ট; হ্যাঁ–নাম শুনেছি–বোধ হচ্ছে।

কেবল। আমি গোপীকেষ্টবাবুর বাড়িওয়ালার খুড়শ্বশুরের জামাইয়ের পিসতুতো ভাই।

দুলিরাম। তাই নাকি!!

খেঁটুরাম। সে কথা বলতে হয়–আসতে আজ্ঞে হোক মশাই।

দুলিরাম। বসতে আজ্ঞে হোক মশাই–

খেঁটুরাম। কি নামটা বললেন আপনার?

কেবল। কেবলচাঁদ।

দুলিরাম। কি বললে? বক্কেশ্বর? তা বেশ, বকদাদা, আজ তোমার গান শোনা যাবে!

কেবল। তা বেশ, কি বলেন? গানটা আরম্ভ করলে হয় না?

খেঁটুরাম। না, না! এখনই কি দরকার? সবাই আসুক আগে–

কেবল। এই সুরটুরগুলো একটু গুছিয়ে নিতে হবে।

দুলিরাম। আরে মশাই! আমাদের কাছে ‘গা’- ও যা, ‘ধা’- ও তাই–সবই সমান।

কেবল। হ্যাঁ–গানগুলোর কি মুশকিল জানেন? ওগুলো আমার স্বরচিত কিনা–তাই, গাইতে একটু সংকোচ বোধ কচ্ছি।

খেঁটুরাম। তা নাই বা গাইলে–অন্য কিছু গাও না–

কেবল। আ মোলো যা! এরা আমায় গাইতে দেবে না দেখছি, আমার ভালো ভালো গানগুলো–

[কেষ্টা ও ঘটিরামের প্রবেশ]

ঘটিরাম। আমরা গান শুনতে এলাম।

কেষ্টা। কই রে, লোকজন সব কই? গাইবে কে? আপনি বুঝি?

কেবল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা এঁরা যখন নেহাত পেড়াপীড়ি কচ্ছেন, তখন না গাইলে সেটা ভয়ঙ্কর খারাপ দেখাবে।

[গুন গুন করিতে করিতে সহসা সপ্তমে চিৎকার]

খেঁটুরাম। রক্ষে কর দাদা, এ অত্যাচার কেন?

দুলিরাম। মশাই, এটা ‘ডেফ অ্যাণ্ড ডাম্ব’ ইস্কুল নয়–আমাদের কানগুলো বেশ তাজা আছে।

কেবল। আজ্ঞে, সুরটা ঠিক আন্দাজ পাইনি–একটু চড়ে গিয়েছিল–না?

দুলিরাম। একটু বলে একটু?

খেঁটুরাম। রীতিমতো তেড়ে এসেছিল।

কেবল। আচ্ছা, একটু নামিয়ে ধরি–

[সংগীত]

আহা, পড়িয়া কালের ফেরে মোরা কি হনু রে?

কোথায় ভীষ্ম কোথা দ্রোণ কোথা কর্ণ ভীমার্জুন

কোথায় গেলেন যাজ্ঞবল্ক্য কোথায় বা সে মনু রে?

মাটির সঙ্গে মিশছে সবি কেঁচোর মতো খাচ্ছে খাবি।

কেবল আপিস খাটি কচ্ছে মাটি নধরপুষ্ট তনু রে–

ব্রাহ্মণের সে তেজ নেই হ্যাঁ হ্যাঁ ব্রাহ্মণের সে–

[মাথা চুলকানো]

দুলিরাম। শিং নাই আর লেজ নাই–

কেবল। হ্যাঁ হ্যাঁ–

ব্রাহ্মণের সে তেজ নাই খাদ্যাখাদ্য ভেদ নাই

মনের দুঃখ বলি কারে মোরা কি হনু রে–

আহা পড়িয়া কালের ফেরে মোরা কি হনু রে।

খেঁটুরাম। দাঁড়ান একটু সামলে নি–এত করুণ রস করবেন না।

[খেঁটু ও দুলি ক্রন্দনোন্মুখ। কেষ্টা ও ঘটিরামের উচ্চহাস্য]

খেঁটুরাম। তবে রে ছোকরা! তোরা হাসছিস কেন?

ঘটিরাম। বাঃ! হাসি পেলে হাসব না?

দুলিরাম। হাসি পাবে কেন? এখানে হাসবার কি হল?

খেঁটুরাম। ছ্যাবলামি পেয়েছিস? কথা নেই বার্তা নেই–হ্যাঃ হ্যাঃ!

ঘটিরাম। কিরে কেষ্টা, হাসি পেলে হাসব না?

কেষ্টা। এই রে, পণ্ডিতমশাই আসছে–

ঘটিরাম ও কেষ্টা। এই রেঃ, এই রেঃ, এই রেঃ, পণ্ডিতমশাই আসছে–মাটিং চকার–তোর র‍্যাপারটা দে ত।

[ঘটিরাম ও কেষ্টার র‍্যাপার মুড়ি হইয়া উপবেশন। পণ্ডিতের প্রবেশ]

পণ্ডিত। ভালো ভালো! তোমরা মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম নিতে পার না? নিত্যি নিত্যি জমিদারমশাইকে বিরক্ত করাটা কি ভালো দেখায়?–ইকী! ক্যাবলাটা এখানে এয়েছে কি করতে? (দুলিরাম ও খেঁটুরামের প্রতি) আমোলো যা! তোমাদের যত ইয়ার- বকশী বুঝি জোটাচ্ছ একে একে?

কেবল। দেখলেন মশাই? আমাকে অপমান কললে! আমায় ইয়ার- বকশী বললে, অমন বললে কিন্তু আমি গাইব না।

পণ্ডিত। তা নাই বা গাইলে–কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিচ্ছে? যা না গান! গানের ধমকে আমাদের পর্যন্ত পিলে চিমকে ওঠে–তা, অন্য পরে কী কথা!

[ছাতা ও বিশাল পুঁটলি লইয়া রামকানাইয়ের প্রবেশ]

রামকানাই। (ঘটি ও কেষ্টার প্রতি) আপনাদের কি হয়েছে? অমন করে বসে আছেন যে? কাশি? জ্বর? ন্যাড়া মাথা? ঠাণ্ডা লাগবে ব'লে?

পণ্ডিত। (ঘটি ও কেষ্টার প্রতি) কি হে, এখানে এসে হাজির হয়েছ? আচ্ছা বেড়িয়ে নেও, তারপর তুমি কি রকম মানুষ হে?

–[পণ্ডিতস্কন্ধে রাম কর্তৃক পুঁটলি স্থাপন]

রামকানাই। কেন? বেশ দিব্যি মানুষটি।

পণ্ডিত। বলি চোখ দিয়ে দেখতে পাও না কি?

রামকানাই। চোখ দিয়ে দেখতে পাই না ত কি কান দিয়ে দেখতে পাই?

পণ্ডিত। না হে–তুমি বড় বাচাল–শাস্ত্রে বলেছে–

রামকানাই। না–শাস্ত্রে আমার সম্বন্ধে কিছু বলেনি–

পণ্ডিত। আহা, বলি, তোমায় ত কেউ এখেনে ডাকেনি?

রামকানাই। ডাকবে আবার কি? এ কি নিলেমের মাল পেয়েছে যে ডাকাডাকি করবে?

পণ্ডিত। হ্যাঁ, তবে অমন করে বসে থাকলে ত ভালো দেখায় না।

রামকানাই। ভালো দেখায় না কি হে? তোমাকে যে অশ্বত্থগাছের মামদো ভূতের মতো দেখা যায়, সে বেলা কি?

পণ্ডিত। আহা, বলি, যদি কিছু বলবার থাকে, তা ঝটপট্ বলে বাড়ি যাও না কেন?

রামকানাই। হ্যাঁ, তাহলে তুমিও আমার পুঁটলিটা সরাবার সুবিধা পাও।

পণ্ডিত। কি আপদ! বলি পুঁটলিটা রেখে যেতে বললে কে? নিয়েই যাও না কেন?

রামকানাই। মুটের পয়সা দেবে কে?

পণ্ডিত। হাঃ–মুটের পয়সা দেবে কে? মুটের পয়সা দেবে কে!

রামকানাই। উঃ! দূৎ! তোমার ময়লা চাদরটা আমার নাকের কাছে নেড়ো না।

[জমিদারের প্রবেশ]

খেঁটুরাম। সর সর, জমিদারমশাই আসছেন।

দুলিরাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সর, সর।

জমিদার। কি রে! রামা কখন এলি? বেশ, বেশ, ভালো আছিস ত?

রামকানাই। (প্রণাম করিয়া) আজ্ঞে এই মাত্র আসছি–

পণ্ডিত। আপনার এই লোকটা ভারি উদ্ধতস্বভাব–কথা বলে যেন তেড়ে মারতে আসে।

জমিদার। ওরে রামা! বাবুদের কিছু বলিস টলিসনে।

রামকানাই। যে আজ্ঞে।

জমিদার। ও আমার বহুকালের পুরোনো চাকর কিনা–কারুর কথা টথা বড় শোনে টোনে না। তবে লোকটা ভালো–দেশে গিছিল, আজ বহুকাল পরে এল।

খেঁটুরাম। ইনি হচ্ছেন কেবলচাঁদ ওস্তাদ।

দুলিরাম। মস্ত গাইয়ে।

খেঁটুরাম। আশ্চর্য! যত ওস্তাদ এসেছিল, ওঁর চেহারা দেখেই দে চম্পট।

দুলিরাম। তা হবে না? এঁরই গান শুনে আমাদের নবাবসাহেব মুর্ছো গেছিলেন, এঁরই গান শুনবার জন্য কিষাণবাবু তেতাল্লিশ মাইল পথ হেঁটে গেছিলেন–

খেঁটুরাম। এঁকে সবায় রাখতে কত রাজা- বাদশা হদ্দ হল।

দুলিরাম। কত টাকাকড়ির শ্রাদ্ধ হল।

খেঁটুরাম। কত ওস্তাদ গাইয়ে জব্দ হল।

পণ্ডিত। ওহে, বেশি বাড়িয়ে কাজ কি? আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে–অলমতিবিস্তারেন–বেশি বাড়াতে নেই।

খেঁটুরাম। আমি অনেক হাঙ্গামা করে তবে ওঁকে এনেছি।

দুলিরাম। তুই এনেছিস? দেখলেন মশাইরা, কাজ করব আমি আর বাহাদুরি নেবেন উনি!

খেঁটুরাম। খবরদার!

দুলিরাম। চোপরও।

খেঁটুরাম। ফের!

পণ্ডিত। সমাশ্বসীহি! সমাশ্বসীহি, জমিদারমশায়ের সামনে এমন গর্হিত আচরণ করতে নেই! আহা! সঙ্গীতশাস্ত্ররসানভিজ্ঞ, সঙ্গীত আর ন্যায়শাস্ত্র বুঝলেন কিনা–অতি উপাদেয় জিনিস! আমাদের ন্যায়শাস্ত্র বলেছে–অদ্ভুত- তদ্ভাবে চ্বী সে এক অত্যদ্ভুদ ব্যাপার–

জমিদার। তাহলে গান আরম্ভ হোক। ওস্তাদজি, আপনি মাঝে মাঝে আমাদের গান টান শোনাবেন–

কেবল। হ্যাঁ, তা, শোনাব বৈকি–অবিশ্যি এর দরুন আমার সব কাজকর্মের বড্ড ভয়ঙ্কর ক্ষেতি হবে, কিন্তু তা হোক–

পণ্ডিত। আরে ছো, ছো! তুমি তো ভারি ছোটলোক হে। এই সামান্য কাজটুকু করতেও তোমাদের যত রাজ্যের আপত্তি! আজ যদি জমিদারই আদেশ করেন, এখেনে একটা টোল খুলতে হবে–আমার একশো কাজ থাক, হাজার কাজ থাক, আমি অমনি টোল খুলতে লেগে যাব। কেন? না, এটা আমাদের কর্তব্য। আমাদের উচিত যে এঁর খাতিরে কিছু ত্যাগ স্বীকার করি, হোক গে ক্ষেতি, তাতে কি? বিশ্বাস হচ্ছে না? রামা! যাও ত এখনি একটা লোক পাঠিয়ে আমার জিনিসগুলো ধাঁ ক'রে আনিয়ে দাও ত–চণ্ডী জমিদারমশায়ের সম্মান রাখতেই হবে।

জমিদার। কিন্তু এখেনে জায়গার যে বড় অসুবিধে–

পণ্ডিত। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না,–ওর মধ্যেই সুবিধা করে নেব। বুঝলেন চণ্ডীবাবু, আপনি আমাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না। রামা!

রামকানাই। আবার কেন?

পণ্ডিত। ওই বাইরের বড় ঘরটায় আমার বন্দোবস্ত করে দাও ত।

রামকানাই। সেখেনে দেখলুম দুটি বাবু বসে আছেন।

দুলিরাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার গাঁয়ের লোক। আপনার বাগানটা দেখলুম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে–তাই ওদের ব'লে ক'য়ে এনেছি; ওরা

এ- বিষয়ে একেবারে এক্‌স্‌পার্ট। মাইনের জন্য ভাববেন না–পঞ্চাশ টাকা দিলেই হবে।

পণ্ডিত। যা! বাবুদের হটিয়ে দে। বলগে ওখেনে টোল বসবে।

দুলিরাম। সিকী! আমার গাঁয়ের লোক! হবুগ্রামের অপমান!

পণ্ডিত। আরে না, না–রামা, দেখিস যেন বাবুদের ধমক-ধামক করিসনে–জমিদারমশায়ের যাতে অখ্যাতি না হয়–মিষ্টি করে বলবি। আর দেখ (গলা নামাইয়া) নেহাৎ না যদি শোনে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে দিস।

খেঁটুরাম। শোন্‌–ঘর- টর দিয়ে কাজ নেই–জিনিসপত্রগুলো এনে উঠোনে ফেলে রাখিস–

পণ্ডিত। আর দেখ্‌–ওই শব্দকল্পদ্রুমখানা আনতে ভুল হয় না যেন–আর কয়েকখানা মূল্যবান বই আছে–

দুলিরাম। যেমন কথামালা ধারাপাত–

পণ্ডিত। সেগুলো হারায় না যেন–

কেবল। হ্যাঁ–সেই গানের কথাটা চাপা পড়ে গেল–

রামকানাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, গানটা হয়ে যাক–তারপর যাব এখন।

কেবল। এখানে বাজিয়ে কেউ নেই?

রামকানাই। আমি বাজাতে পারি–দাও ত পাখোয়াজটা–ধেত্তেরে কেটে তাগ ঘড়ান্ ঘড়ান্ নাগে নাগে নাগে নাগে–নাগে দেৎ ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটে–কই! গান আসছে না বুঝি?

পণ্ডিত। ইকী! চাকরটা এরকম করে কেন?

জমিদার। পুরোনো লোক কিনা! রামা তুই এখন চুপ কর–বাবুদের বাধা দিসনে।

রামকানাই। যে আজ্ঞে!

[কেবলচাঁদের গান]

তানানা তাইরে নারে–তারে না তাইরে নারে

তারে না তাইরে নাইরে–না- তান্না- ন্না–

রামকানাই। এই যা! তাল কেটে গেল!

কেবল। আর কেন? থাম না বাপু!

রামকানাই। কেন মশাই। থামব কেন? নাগেদেৎ ঘেঘেতেটে ঘেঘেতেটে ঘেড়ে নাগ তেরে কেটে দেৎ–দ্রেগে দ্রেগে দ্রেগে–

পণ্ডিত। ওহে, জমিদারমহাশয়ের সামনে অমন করতে নেই– আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে–ণত্বমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ–বুঝলে কিনা।

জমিদার। রামা, তুই একটু কাজে যা–পুরোনো মানুষ কিনা!

দুলিরাম। হ্যাঁ, ওস্তাদজি–ওই যে গাইলেন, ওটা কি তাল বলছিলেন?

কেবল। ওটা–ওটা হচ্ছে মাদ্রাজী একতালা।

খেঁটুরাম। সবে একতালা? আহা, যখন চৌতালায় উঠবে– তখন না জানি কেমন হবে!

রামকানাই। তখন সব কানে তালা লেগে যাবে।

পণ্ডিত। হ্যাঁ ওস্তাদজি, তাহলে আপনার গানটা শিগগির শেষ করে ফেলুন। আহা, অতি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত!

রামকানাই। ভারি উচ্চাঙ্গ! সেই আমাদের একজন যা ইমনকল্যাণের আলাপ করেছিল–সেটা পুরোপুরি শিখতে পারিনি। যেটুকু শিখেছি শুনবেন? আ- আ- আ... কেউ কেউ কেউ।

জমিদার। রামা!

রামকানাই। যে আজ্ঞে। [দ্বার পর্যন্ত প্রস্থান]

[কেবলচাঁদের গান]

হায় রে সোনার ভারত–

[ঘটি ও কেষ্টার উচ্চহাস্য]

ঘটিরাম। হাসিয়ে দিলি যে?

কেষ্টা। হাসিয়ে দিচ্ছিস কেন রে?

ঘটিরাম। তুই ত আগে হাসছিলি–

কেষ্টা। যাঃ! আমি কখন হাসলাম–

কেবল। দেখলেন মশায়! গম্ভীর বিষয়, এর মধ্যে কী কাণ্ডটা কললে!

খেঁটুরাম। রামা! একে সটাং রাস্তা পার করে দিয়ে আয় ত–

রামকানাই। (ওস্তাদকে ধরিয়া) একে?

[ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রস্থান]

কেবল। এইও, ইসটুপিড, বেয়াদব, ভদ্রলোকের গায়ে হাত তুলিস্!

পণ্ডিত। ইকী! ইকী! কাকস্য পরিবেদনা, গতস্য শোচনা নাস্তিক!

জমিদার। রামা, তুই একটু কাজে যা দেখি–তুই আমার নাম ডোবাবি দেখছি।

[রামকানাইয়ের প্রস্থান]

কেবল। [গান] হায়রে সোনার ভারত দুর্দশাগ্রস্ত হইল

অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ধূলায় পতিত রইল

যে দেশের শ্রেষ্ঠতার এত সব ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্তমান

আজকাল তাকেই কিনা–সব অবজ্ঞা করিতেছে এবং দেখাচ্ছে সবাই মর্তমান

কোথা সেই তিরিশ কোটি আটানব্বই লক্ষ

সাড়ে চৌদ্দ হাজার মাতৃভক্ত ভারত সন্তান

সহ্য হবে না হবে না তাদের হৃদয়ে

সবাই জাগো জাগো উঠে পড়ে লাগো
দেশোদ্ধারে ব্রতী হও হে!

দুলিরাম। এই! সিডিশাস্!

পণ্ডিত। অ্যাঁ, কি বললে? রাজদ্রোহসূচক? অ্যাঁ?

খেঁটুরাম। তবে রে! সিডিশাস্ গান কচ্ছিস কেন রে?

দুলিরাম। জানিস, আমার মামাতো ভাই গবর্মেন্টের চাকরি করে।

খেঁটুরাম। হ্যাঁরে, ওর মামাতো ভায়ের চাকরি ঘোচাবি কেন রে?

কেবল। আমি ত জানতুম নে–আমি জানতুম নে–

পণ্ডিত। জানতিনে কিরে? কেন জানতিনে?
[প্রহার]

কেবল। কী! মারলি কেন রে? ফের মার দেখি!
[পুনঃপ্রহার]

এবার মারবি ত একেবারে–
[পুনঃপ্রহার]

উঃ! এত জোরে মারলি কেনরে ইস্টুপিড! দাঁড়া দেখাচ্ছি– [পলায়ন]

পণ্ডিত। যা না গাইলেন! গলা শুনলে ছত্রিশ রাগিণী ছুটে পালায়।

দুলিরাম। ওর পেটের মধ্যে ডুবুরি নামালে, গানের ‘গ’টা মেলে কিনা সন্দেহ!

পণ্ডিত। তোমরা কোত্থেকে এ সব আপদ জোটাও হে? জমিদারমশায়ের খ্যাতি প্রতিপত্তির দিকে কি তোমাদের একটুও দৃষ্টি নেই?

খেঁটুরাম। এই দুলিরামটাই ত যত নষ্টের গোড়া, যত রাজ্যের অঘামারা রোত্থো লোক ডেকে আনবে!

দুলিরাম। বিলক্ষণ। আমি ডেকে আনলাম? আমার সাতজন্মে ওর সঙ্গে আলাপ নেই।

খেঁটুরাম। এত করে বারণ কল্লুম, তবু ডেকে আনলে!

দুলিরাম। না, মশাই! ও নিজে ডেকে এনেছে, আমি আদবে কিছু জানিনে!

পণ্ডিত। জানো না ত জানো না–তা অত গরম হবার দরকার কি? আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে–‘‘উষ্ণত্বমগ্ন্যা তপসংপ্রয়োগাৎ’’–

জমিদার। এবারে গরমটা কেমন টের পাচ্ছ বল দিখি–

খেঁটুরাম। আঃ! গরম বলে গরম! আগুন লাগে কোথা! উঃ!

দুলিরাম। আমাদের বেড়ালটা সর্দি- গর্মি হয়ে মারা গেছে–

জমিদার। এ সব বোধ হয় সেই ধূমকেতুর জন্যে–

পণ্ডিত। হ্যাঁ, সিদিন আমাদের ওখানে ধূমকেতুর ন্যাজ্ দেখা গিছিল–

দুলিরাম। কার ন্যাজ কে জানে?

খেঁটুরাম। ওঁরই ন্যাজ হয়ত।

জমিদার। ধূমকেতুটা এসে কি কাণ্ড কলল? ঝড়, বৃষ্টি ভূমিকম্প–

খেঁটুরাম। প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, বেরিবেরি–

দুলিরাম। পানের পোকা, এলাহাবাদ একজিবিশন!

পণ্ডিত। আমি শুনিছি ওই পানের পোকার খবরটা নাকি সত্যি নয়!

খেঁটুরাম। আলবাৎ সত্যি! নন্দলাল ডাক্তার স্বচক্ষে দেখেছে, লোকে পান খাচ্ছে আর মরছে!

জমিদার। ঈস! বল কি হে? তাহলে ত কথাটা সত্যি বলতে হবে।

পণ্ডিত। হ্যাঁ–দূরবীণ দিয়ে সে পোকা দেখা গেছে–

খেঁটুরাম। কলকেতার সায়েব ডাক্তার বলেছে, তার ভয়ঙ্কর তেজাল বিষ।

দুলিরাম। হ্যাঁ–আমি দেখিছি, শাদা মতন, আবার ন্যাজ আছে। কার ন্যাজ কে জানে?

[রামকানাইয়ের দ্রুত প্রবেশ]

রামকানাই। এইরে সেই দাড়িওয়ালা! সেই দাড়িওয়ালা বাবুটা আমায় তেড়ে এসেছিল! উঃ!

সকলে। কি হয়েছে! কি হয়েছে!

রামকানাই। সেই বাইরের ঘরের বাবুরা–উঃ–আমায় বেদম মারপিট করেছে! একজন ছাগলদাড়ি বাবু আছে, সে আমায় দেখেই হঠাৎ ছাতের সমান লাফ দিয়ে তেড়ে এসেছিল–উঃ!

পণ্ডিত। সিকী রে! তুই করেছিলি কি?

রামকানাই। আমি তো কিচ্ছু কিরিনি–আমি বললুম, এখেনে ঢোল বসবে, বাবুরা যদি একটু অন্যত্তর যান, নেহাৎ যদি না যান, আপনাদের ঘাড়ে ধাক্কা দেওয়া হবে।

দুলিরাম। কী! ভদ্রলোককে এমনি করে ইনসাল্ট্!

খেঁটুরাম। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

রামকানাই। আমি ত মিষ্টি করে বলেছিলুম–

খেঁটুরাম। ব্যাটা, তোমায় মিষ্টি জুতো না দিলে তুমি সিধে হবে না–

পণ্ডিত। আমার জিনিসপত্রগুলো কি কললি?

রামকানাই। ওই যে, বাইরের উঠোনে ফেলে রেখেছি!

পণ্ডিত। দেখলেন মশাই, কাণ্ডটা দেখলেন?

রামকানাই। ওই বাবুটি যে বললেন!

পণ্ডিত। যা যা, যেখানে হয় শিগগির বন্দোবস্ত করে দে! আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে এক জায়গায় এমনি লিখেছে–

রামকানাই। বলি ন্যায়শাস্ত্র শুনলে ত আর পেট ভরবে না! তোমরা কি এইখেনে বসেই রাত কাবার করবে নাকি? জমিদারমশায়ের কি খাওয়া- দাওয়া নেই?

জমিদার। ওরে রামা, অমন করে বলতে নেই–বাবুদের মান্য করে কথা বলিস–আর পণ্ডিতমশাইকে কি চোখ রাঙায়?

রামকানাই। যে আজ্ঞে, প্রাতঃ- প্রণাম পণ্ডিতমশাই!

পণ্ডিত। রামা, নেতাইবাবুর বাড়ি আমার দুই পোড়ো থাকে, তাদের খবর দিস ত।

[পণ্ডিত, খেঁটুরাম ও দুলিরামের প্রস্থান]

জমিদার। রামা, দেখছিস ত কাণ্ডটা?

রামকানাই। আজ্ঞে হ্যাঁ–

জমিদার। উৎপাত যে বেড়ে চলল–কি করা যায়?

রামকানাই। আজ্ঞে হুকুম পেলেই সব সাফ করে দি।

জমিদার। না, না, ওরা আপনা থেকে উঠে যায়, এমন কিছু করা যায় না? অথচ আমার নিন্দেটা না হয়!

রামকানাই। তাহলে ওদের ঘরে লঙ্কার ধোঁয়া দিলে হয় না?

জমিদার। দূৎ! এটাকে কিছু জিজ্ঞেস করাই ঝকমারি! যা, তুই এক কাজ কর–আমার মামাবাড়ি যা। সেখেন থেকে কেদারমামাকে ডেকে আনবি–তাকে সব বলে কয়ে আনিস!

রামকানাই। যে আজ্ঞে–

জমিদার। মামা এলেই সব সিধে করে দেবে–উকিলে বুদ্ধি কিনা!

[গান]

নাছোড়বান্দা নড়েন না, –
উড়ে আসেন, জুড়ে বসেন, মাথায় কেন চড়েন না!
নাছোড়বান্দা নড়েন না!
যাবার নামটি করেন না।
ধাক্কা দিলে সরেন না।
–নাছোড়বান্দা নড়েন না।
কচ্ছে সবাই যাচ্ছেতাই!
চাকর ব্যাটা দিচ্ছে গালি, হাঁ করে সব খাচ্ছে তাই!
কচ্ছে সবাই যাচ্ছে তাই
আসছে যে- কেউ পাচ্ছে ঠাঁই,
ইকী রকম হচ্ছে ভাই?
কচ্ছে সবাই যাচ্ছে তাই!

তৃতীয় দৃশ্য

[কেদারকৃষ্ণ, জমিদার ও রামকানাই]

কেদার। ডোন্ট্ পরওয়ার ভাগনে। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি বড় জোর দুটো দিন গা ঢাকা দিয়ে থাক। রামা!

রামকানাই। আজ্ঞে–

কেদার। তুই মেলা বুদ্ধি খরচ করিসনে–যা বলব তাই করে ফেলবি। আগে আমার বই খাতাগুলো আর খাতা পেনসিলটে বার করে রাখ্। [রামকানাইয়ের প্রস্থান]

ভাগনে, তুমি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও গিয়ে, আমি সব সাবাড় করে দিচ্ছি–কিছু গোলটোল বাধলে সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিও–আমায় গাল দিয়ে একেবারে ভূত ছাড়িয়ে দিও।

[উভয়ের প্রস্থান। পণ্ডিত ও দুলিরামের প্রবেশ]

পণ্ডিত। হ্যাঁ, দেখ, কাল জমিদারমশাই বড় আপসোস কচ্ছিলেন–বলছিলেন, এই খেঁটুরামের উৎপাতে তাঁর আর

সোয়াস্তি নেই–ওকে যত শিগগির পার, অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় ক'রে দাও–আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে, প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ– বুঝলে কিনা।

দুলিরাম। হ্যাঁ, এ আর একটা মুশকিল কি? এক্ষুনি ঘাড় ধরে–

[খেঁটুরামের প্রবেশ]

দাঁড়ান আমরা গাঁয়ের লোক দুটোকে ডেকে আনি।

[প্রস্থান]

পণ্ডিত। হ্যাঁ দেখ, কাল জমিদারমশাই যা চটেছেন দুলিরামের উপর–কী বলব! দেখ, শেষটাই ওর জন্যেই তোমাদের সক্কলের অন্ন মারা যাবে। ওকে যদি তাড়াতে পার, আঃ–জমিদারমশাই যা খুশি হবেন!

খেঁটুরাম। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? সব ব্যাটাকে ভাগিয়ে দিচ্ছি, (তোমাকে সুদ্ধু)।

পণ্ডিত। আর তোমার নিন্দেটা যা করে, কী বলব–এইমাত্র তোমার নামে যা নয় তা বলে গেল।

[দুলিরামের প্রবেশ]

রামা! ওরে রামারে! ঝট্ করে দুটো পান দিয়ে যা ত–রামাটা গেল কোথায়? ওহে, রামাকে একটু ডেকে দাও ত।

খেঁটুরাম। না রে, ডাকিসনে।

দুলিরাম। রামা!–হয়ত বাড়ি নেই।

খেঁটুরাম। রামাটা ভারি দুষ্ট! এতক্ষণ হয়ত ছিল, যেই আপনি দেখেছেন, অমনি হয়ত পালিয়েছে।

দুলিরাম। হয়ত অসুখ টসুখ করেছে।

পণ্ডিত। তোমরা হয়ত হয়ত করেই সব সারলে দেখছি! রামারে!

[রামকানাইয়ের প্রবেশ]

রামা, জমিদারমশাই নিচে নামলে একটু খবর দিস ত, আমার একটু নিরিবিলি কথা আছে।

খেঁটুরাম। আ মোলো যা! আমারও নিরিবিলি কথা আছে।

দুলিরাম। আমারও আছে–

রামকানাই। তোমরা বসে বসে ভেরেণ্ডা ভাজো, তিনি আজ নিচে নামছেন না–তাঁর মামা এসেছেন যে! তাঁকে কিন্তু তোমরা চটিও না, ভারি বদমেজাজ আর রগচটা–এই যে তিনি আসছেন–আসুন, আসুন–ইনিই কেদারকেষ্টবাবু, জমিদারমশায়ের মামা!

[সকলের অভিবাদনাদি]

পণ্ডিত। আসুন, আসুন–আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে নরানাং মাতুলক্রমঃ। আপনার ভাগনেটি–আহা! অতি চমৎকার লোক। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে–

দুলিরাম। নাঃ! আবার ন্যায়শাস্ত্র শুরু করল।

খেঁটুরাম। চল আমরা একটু ঘুরে আসিগে।
[প্রস্থান]

কেদার। এই লোক দুটোর চেহারা ত বড় সুবিধের নয়–

পণ্ডিত। তা সুবিধের হবে কোত্থেকে–হাজার হোক ছোটলোক। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে–"মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ"। আপনার ভাগনে তো কাউকে কিছু বলেন না–তাই ওরা আসকারা পেয়ে গেছে। এমনি বেয়াদবী করে–কী বলব!

কেদার। বটে! তা আপনারা প্রতিকার করেন না কেন?

পণ্ডিত। কি করি বলুন? আপনারা থাকতে আমার ত কিছু বলা উচিত হয় না।

কেদার। এক কাজ করুন, এর পর যদি কিছু বাড়াবাড়ি করে, ঘাড়টি ধরে বার করে দেবেন।

পণ্ডিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই ত করা উচিত। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে–"যা শত্রু পরে পরে।"

কেদার। আপনার সঙ্গে কথা কয়েও সুখ আছে–কী পাণ্ডিত্য! আবার কি মিষ্ট স্বভাব! আমার এই কয়টা লেখা আছে, এগুলো আপনাকে একটু শোনাই–এমন সমজদার লোক ত আর সচরাচর জোটে না! [পাঠ] অমানিশার গভীর তমসাজাল ভেদ করিয়া ঐ পূর্বদিকে তরুণ তপন ধীরে ধীরে উঁকি মারছে। বিহঙ্গের কলখল্লোল, শিশিরসিক্ত বায়ুর হিল্লোলে দিগদিগন্ত আমোদিত মুখরিত উচ্ছ্বসিত হইয়া, আহা, স্বভাবের সেই শোভা ভারি চমৎকার হয়েছে! হে নিদ্রিত মানব সকল! ঐ শুন বাছুরগুলি ল্যাজ তুলিয়া হাম্বা হাম্বা রবে ছুটিতেছে, তোমরা 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'। আহা, কবিরা ত সত্যই বলিয়াছেন, 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল–'

পণ্ডিত। চমৎকার হয়েছে! আমার একটু কাজ আছে–এক্ষুনি যেতে হবে।

কেদার। একটু দাঁড়ান, এই জায়গাটা ভারি ইন্টারেস্টিং : [পুনরায় পাঠ] দিন নেই, রাত নেই, সকাল নেই, বিকাল নেই, রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই,–কেবল সেই এক কথা, সেই এক চিন্তা; সেই এক কল্পনা, এক জল্পনা, এক তন্ত্র, এক মন্ত্র। কেমন? সমুদ্রের ফেনিল লবণাম্বুরাশি নীলাম্বরাভিমুখে নৃত্য করিতে করিতে নিত্য নবোৎসাহে–কেমন? ভাষার কেমন একটা সহজ ভঙ্গী আছে সেটা লক্ষ্য করেছেন–সেই একই সুর, সেই একই ছন্দ, সেই একই সঙ্গীতকে ধ্বনিত

প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে–তাহার শেষ নাই, অন্ত নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ক্ষান্তি নাই, বিচ্ছেদ নাই–

পণ্ডিত। দাঁড়ান, আমার বড় তাড়াতাড়ি–ধাঁ করে এক্ষুনি আসব।

কেদার। হ্যাঁ, একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র ঝেড়ে দিয়েছি–আচ্ছা, আবার ঘুরে আসুক–হাড় জ্বালিয়ে ছাড়ব!
[প্রস্থান]

[নেপথ্যে খেঁটুরাম ও দুলিরামের কণ্ঠস্বর]

খেঁটুরাম। দেখ, চোরের দশদিন আর সাধুর একদিন।

দুলিরাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই ত সবই করবি, যা! যা!

[খেঁটুরাম ও দুলিরামের প্রবেশ]

খেঁটুরাম। দেখ্, মেলা চালাকি করিসনে, কিছু বলিনে বলে?

দুলিরাম। একদিন ধরে এইসা পিটটি দেব–

খেঁটুরাম। দেখ্, এসব আমি পছন্দ করি না কিন্তু –

দুলিরাম। দাঁড়া, আমার গাঁয়ের লোক দুটোকে ডেকে আনছি–

[পণ্ডিতের প্রবেশ]

পণ্ডিত। (দুলির প্রতি) ওহে, হস্ত থাকিতে কেন মুখে কথা বল, ঘা দু- চার লাগিয়ে দেও না–

[খেঁটুরাম ও দুলিরামের লড়াই–পণ্ডিতের ইনটারফিয়ারেন্স]

অ্যাঁ! মারামারি কচ্ছ? এক্ষুনি ঘাড় ধরে বিদায় করে দেব।

খেঁটুরাম। কী! কী! উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, আবার কথার ভঙ্গী দেখ।

দুলিরাম। ঘাড় ধরবে? আমার গাঁয়ের লোক দুটো গেল কোথায়?

পণ্ডিত। তোমাকে বলি নি ত। তোমাকে বলি নি।

খেঁটুরাম। তবে আমাকে বলেছ? [পণ্ডিতকে প্রহার]

পণ্ডিত। ইকী! উঃ! ওরে রামা! রামারে! শিগগির ছুটে আয়, ওহে–উঃ! দেখ, আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে– উঃ!

[কেদারকৃষ্ণ ও রামকানাইয়ের প্রবেশ]

রামকানাই। তোমরা কী আরম্ভ করেছ বল দেখি? দিনরাত কেবল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ?

খেঁটুরাম। কি আরম্ভ করেছিস বল্ দেখি?

দুলিরাম। দিনরাত কেবল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ?

পণ্ডিত। আমাকে মারতে মারতে একেবারে কালশিরে পরিয়ে দিয়েছে।

কেদার। দেখ, আমার ভাগনে ভালোমানুষ, এসব সইতে পারে–কিন্তু আমার সহ্য হয় না। রামা!

রামকানাই। যে আজ্ঞে। [খেঁটুরাম ও দুলিরামকে গলহস্ত]

দুলিরাম। কী ভদ্দরলোকের ঘাড়ে ধাক্কা!

খেঁটুরাম। চাকর দিয়ে ইনসাল্ট্।

দুলিরাম। কী! এত বড় কথা! এক্ষুনি আমি রাগ করে বাড়ি চলে যাব। তোকে অপমান করেছে–কক্ষনো এখানে থাকিস না– আচ্ছা থাক, এবারে মাপ করা গেল। আর একবার করলে টের পাইয়ে দেব। আমার গাঁয়ের লোকদুটোকে খবর দিচ্ছি।

[খেঁটুরাম ও দুলিরামের ডিগনিফাইট একসিট, রামকানাইয়ের প্রস্থান]

পণ্ডিত। দেখলেন ত! এর উপর ত আর ওষুধ চলে না!

কেদার। হ্যাঁ– তা আসুন–একটু কাব্যালাপ করা যাক।

পণ্ডিত। এই মাটি করেছে– আচ্ছা আজ রাত্রে বেশ করে শোনা যাবে।

কেদার। না, রাত্রে ত সুবিধে হবে না–আমার চোখ খারাপ কিনা! শুনুন–ছেলেবেলায়, তখন আমার বয়স খুব কম ছিল–সাত বছর কি আট বছর হবে, কি বড় জোর নয় কি দশ এগার। সেই সময় আমি একখানা বই পড়েছিলাম–আঃ, সে একখানা বইয়ের মত বই বটে! এখনো যখন তার কথা মাঝে মাঝে স্মৃতিপথে উদিত হয়, মন যেন একেবারে উৎসাহে আপ্লুত হয়ে যায়। শুনুন–চমৎকার বই, বোধোদয়–শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত–

পণ্ডিত। ও আমি পাঁচশোবার পড়েছি।

কেদার। পড়েছেন? কেমন! স্বীকার করুন, ভালো বই না? শুনুন– [পাঠ]

পণ্ডিত। ঘ্যান ঘ্যান করে মাথা ধরিয়ে দিলে–

[ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রবেশ]

ঘটিরাম। মাথা ধরেছে? অ্যাঁ? [পণ্ডিত কর্তৃক উভয়কে চপেটাঘাত]

কেষ্টা। আজ বুঝি আমাদের ছুটি? অ্যাঁ?

পণ্ডিত। যা! এখন ত্যক্ত করিসনে–

কেষ্টা। কিরে, তোকে মারল নাকি?

ঘটিরাম। দূৎ! আমাকে মারবে কেন? তোকে ত মারল।

কেষ্টা। হ্যাঁ! নিজে মার খেয়ে এখন–

ঘটিরাম। আমি দেখলুম তোকে মারল–
[উভয়ের প্রস্থান]

কেদার। হ্যাঁ, তারপর শুনুন–

পণ্ডিত। এ তো আচ্ছা বেল্লিকের হাতে পড়া গেল! ইকী মশায়! বলছি শুনব না, কেন খামখা বিরক্ত কচ্ছেন?

কেদার। আহা! এইটে শুনে নিন–আমি ছেলেবেলায় একটা পোয়েট্রি লিখেছিলাম। তখন বয়েস অল্প। কিন্তু সে হিসেবে লেখাটা কেমন দেখুন–

একদা সকালে আমি খাইতেছিলাম ভাত
হেন কালে ধেয়ে আসে প্রকাণ্ড এক ব্যাঘ্র
ভয় পেয়ে সকলে ত থরহরি কম্পমান
চিৎকারিল কেহ সুকরুণ আর্তরবে অথবা যেমতি
লটখটে গরুর গাড়ি চলিবার কালে
প্রকাশ্যে দারিদ্র্য নিজ বিচিত্র বিলাপে–
কেহ জপে রাম নাম–আমি হয়ে ক্রুদ্ধ
ডাকিলাম ভৃত্যকে–'হরে, ধেয়ে যাও দ্রুত
রাস্তার দরজাটা করে দাও বন্ধ–
আর নিয়ে এস ঝট্ করে তিনতলা হতে
আমার সে দু- নলা বন্দুক'–এইরূপে

বাখানিল সবে মোর উপস্থিত বুদ্ধি
কহিল সকলে, 'আমি মরিতাম নির্ঘাৎ
যদি না থাকিত ব্যাঘ্র পিঞ্জরের মধ্যে–'

পণ্ডিত। হাড় জ্বালালে দেখছি–

কেদার। [স্বগত] বকে বকে গলা শুকিয়ে গেল–এখন রামাকে লেলিয়ে দি গিয়ে– [প্রস্থান]

[খেঁটুরাম ও দুলিরামের প্রবেশ]

পণ্ডিত। যাও, যাও, এখন আমায় ঘাঁটিও না, আমার মেজাজ ভালো নেই–

খেঁটুরাম। ওরে বাপরে, দুর্বাসা মুনির মেজাজ ভালো নেই!

দুলিরাম। দেখিস্ ঘাঁটাস টাঁটাসনে–শেষটায় ব্রহ্মতেজে ভস্ম হয়ে যাবি!

[রামকানাইয়ের প্রবেশ]

রামকানাই। ওয়াক্–থু–থু–থু থু–ওয়াক্–

খেঁটুরাম। ইকীরে? ওরকম কচ্ছিস কেন?

রামকানাই। অ্যাঃ–থু –থু কেরোসিন তেল খেয়ে ফেলেছি।

দুলিরাম। কেরোসিন তেল খেয়েছিস?

খেঁটুরাম। সিকী! কেরোসিন খেতে গেলি কেন রে?

রামকানাই। শখ করে কি আর কেউ কেরোসিন খায়? শিশির গায়ে লেখা ছিল–লেমন্ সিরাপ!

দুলিরাম। এখন একটা দেশলাইয়ের কাঠি খেয়ে ফেল্– তাহলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়।

রামকানাই। কি পণ্ডিতমশায়, আপনার ন্যায়শাস্ত্রে আর কিছু বলে টলেনি?

খেঁটুরাম। (মশা মারিতে মারিতে) আর দাদা ন্যায়শাস্ত্র টাস্ত্র ভালো লাগে না–বলি আজকাল মশাটা কেমন বল দেখি?

রামকানাই। বরাবর যেমন থাকে, ছোট ছোট কালো মতন, উড়ে বেড়ায়–

খেঁটুরাম। আহা, বলি লাগে কেমন?

রামকানাই। তা কি করে বলব? কখনো ভাজাও করিনি, চচ্চড়িও খাইনি।

খেঁটুরাম। হ্যাঁ, বলি অত্যেচারটা দেখছ ত?

রামকানাই। অত্যেচার আবার কি! চুরিও করে না, ডাকাতিও করে না, পরের বাড়িতে আড্ডাও মারে না–

পণ্ডিত। ওহে দেখ, তোমাদের ওসব ইয়ার্কি করতে হয় বাইরে গিয়ে কর–আমার কাছে নয়! রামা!

আমার ব্যাকরণটা গেল কোথায়–

রামকানাই। ট্যাকরম?

পণ্ডিত। তবেরে, ণত্বমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ–আমার সঙ্গে রসিকতা?

রামকানাই। আবার রসিকতা কি কললুম?

পণ্ডিত। বলি, বইখানা কি কাগে নিল, না উড়ে গেল বাতাসে?

রামকানাই। বাতাসা?

পণ্ডিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাতাসা–বাতাসা খাওয়াচ্ছি–এইরকম করে তোরা জিনিসপত্র লোকসান করবি? ব্যাটা হতভাগা জোচ্চোর–

[রামকানাইকে প্রহার। দুলিরাম ও খেঁটুরামের পলায়ন]

রামকানাই। মেরে ফেললে রে! উঃ–ইকী মশাই! দাঁড়াও আমি মামাবাবুকে ডাকছি, আর পুলিসে খবর দিচ্ছি।

পণ্ডিত। ওহে শোনো শোনো–আমি কিন্তু সে রকমভাবে মারিনি।

রামকানাই। মেরেছ তার আবার রকম বেরকম কি হে? পুলিস! পুলিস! উঃ!

[রামার পতন। কেদারের প্রবেশ। পণ্ডিতের পলায়ন]

কেদার। কিরে, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় কললি যে! ব্যাপারটা কি?

রামকানাই। আমায় মেরেছে! উঃ আমায় মেরেছে–উঃ! কান দুটো ভোঁ ভোঁ কচ্ছে–মাথা ঘুচ্ছে!

কেদার। মেরেছে! বাঃ! এই তো চাই। দাঁড়া এইসা চাল চালব, একেবারে বাজি মাত। তুই এক কাজ কর সেই দাড়িটা আর লাল পাগড়িটা ঠিক করে রাখ। আর ঐ উঠোনটায় বসে বসে আর্তনাদ করতে থাক, যখন 'কোন্ হ্যায় রে' বলে ডাক দেব, অমনি এসে হাজির হবি–একেবারে রামসিং দারোগা, বুঝলি ত? তুই খালি চেহারাটা দেখিয়ে যাবি–বোল- চাল সব আমি দেব। বাঃ, আপনা থেকে দিব্যি কাজ এগিয়ে গেল, তারপর ও দুটোকে সরাতে কতক্ষণ?

[রামকানাইয়ের প্রস্থান। পণ্ডিতের প্রবেশ]

পণ্ডিত। রামার কী হয়েছে? বেশি কিছু হয়নি ত?

কেদার। না, না, বেশি কিছু হয়নি। খান চার পাঁচ পাঁজর ভেঙে গেছে আর ডিজেসচান অফ দি লান্গ্স–সাংঘাতিক! তা আপনি কিছু ব্যস্ত হবে না। ও ব্যাটা আবার পুলিসে খবর না দেয়!

সেবারে একটা এরকম কেস হয়েছিল–পুলিসে টের পেয়ে পাঁচ বছরের মতো চালান করে দিয়েছিল।

পণ্ডিত। অ্যাঁ! অ্যাঁ! পাঁচ বছর!!

কেদার। আপনি ব্যস্ত হবেন না! উঃ–সেবার একটা লোক মারামারি করেছিল, তাকে দিয়েছিল ঘানি ঠেলতে। বলব কী মশাই, দেড় মাসে অর্ধেক রোগা!

পণ্ডিত। অ্যাঁ–অ্যাঁ একেবারে অর্ধেক! অ্যাঁ!

কেদার। তা আপনি বেশি ভাববেন না–ওই পুলিশ ব্যাটারা কোনো রকমে টের না পেলেই হল–কিন্তু আজকাল যে রকম গোয়েন্দা টিকটিকির আমদানি হয়েছে–কোনো কথা লুকোবার যো নাই–আপনি কবার হাই তুললেন, তুড়ি দিলেন–সব খাতায় লেখা! সেবার এক ব্যাটা বামুন মারামারি করে লুকিয়েছিল–লুকোলে হবে কি? পুলিসে টের পেয়ে ধরে এনে পঁচিশ দফা জুতো!

পণ্ডিত। অ্যাঁ! অ্যাঁ! বামুন? জুতো!!

কেদার। বাইরে কে? কোন হ্যায় রে? তা আপনি বেশি ব্যস্ত হবেন না! আমি থাকতে ভয় কি? কি রকম ভাবে মেরেছিলেন বলুন ত?

পণ্ডিত। খুব আস্তে পিঠের এইখেনে–

কেদার। পিঠে! এই খেনে!! সর্বনাশ! ৭৯৪ ধারা! এর উপর ত আমার হাত নেই–তা আপনি বেশি চিন্তিত হবেন না। আমি দারোগাবাবুকে বলে কয়ে আপনার মেয়াদ কমিয়ে দেব।

[খেঁটুরাম ও দুলিরামের শশব্যস্তে প্রবেশ]

খেঁটুরাম। এক ব্যাটা পুলিশ ইদিকে আসছে!!

দুলিরাম। আমায় দেখে রুল উচিয়ে আসছিল–আপনার বাক্সের মধ্যে একটা সোনার চেন ছিল–আমি কিন্তু সেটা চুরি কিরিনি।

খেঁটুরাম। চুরি হবে কোত্থেকে–যেখানে যা থাকে আমরা সব যত্ন করে তুলে রাখি।

[খেঁটুরাম ট্যাঁক দেখাইল। পুলিসের প্রবেশ]

খেঁটুরাম। এইরে! এইরে!

দুলিরাম। এই যে সেদিন নিতাইবাবুর একটা ঘড়ি চুরি হয়েছিল, আমি কিন্তু তার কিছুই জানি না!

খেঁটুরাম। আর, সেদিন যে চৌরাস্তার মোড়ে একটা লোক বেদম ঠেঙা খেয়েছিল–আমি কিন্তু তার গায়ে হাতও দিইনি।

দুলিরাম। আমার পুঁটলির মধ্যে সোনার চেন, নক্সা কাটা রুপোর ঘড়ি, দুটো আংটি এসব কিচ্ছু নেই।

পণ্ডিত। হাম্ পুজোর সময় তোমকো বহুত মিষ্টান্ন আউর পুলিপিঠে খাওয়ায়গা।

কেদার। দারোগাবাবু আতা হায়?

পুলিস। হাঁ বাবু–

কেদার। হাতকড়া লেকর?

পুলিস। হাঁ বাবু–

কেদার। বাড়ি সার্চ্ হোগা?

পুলিস। হাঁ বাবু–

কেদার। সব মাটি কললে–আচ্ছা, আমি ও ব্যাটাকে একটু ফাঁক তাল্লায় সরিয়ে নিচ্ছি, আপনি এই সুযোগে সরে পড়ুন–আর এ মুখো হবেন না–বছর দুই বাড়ি থেকে বেরোবেন না! তোমরা পালিও না কিন্তু। (পুলিসের প্রতি) আচ্ছা চল–
[প্রস্থান]

পণ্ডিত। আর থামাথামি নেই–একেবারে সেই বদ্যি পাড়ায় মামার বাড়ি গিয়ে উঠব–ওরে ঘটে, ওরে কেষ্টা, দৌড়ে আয়–ও ঘর থেকে আমার বিছানাটা আর শব্দ কল্পদ্রুমখানা নিয়ে আয় ত। শিগগির বাড়ি চল।
[প্রস্থান]

দুলিরাম। আর কেন দাদা? পৈত্রিক প্রাণটি নিয়ে সরে পড়া যাক না!

খেঁটুরাম। হ্যাঁ–পুলিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় কাজ কি দাদা?

দুলিরাম। জমিদার ব্যাটার কাণ্ডটা দেখ–আমাদের কি নাস্তানাবুদটাই কললে–চাকর দিয়ে ঘাড়ে ধাক্কা, তার উপরে পুলিস!

খেঁটুরাম। আমরা বেচারারা যে দুটি করে খাচ্ছিলাম, সে আর তার সহ্য হল না।

দুলিরাম। ছোটলোক! ছোটলোক! ওরে, গল্প আক্কেল গুড়ুমটা উঠিয়ে নে! যথা লাভ!

[কেদারকৃষ্ণ ও রামকানাইয়ের প্রবেশ]

কেদার। দেখলি তো রামা! একেই বলে বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য–মানুষ চেনা চাই। ঠিক লক্ষণ দেখে ওষুধ দিতে হয়–

রামকানাই। আজ্ঞে–ঝড়ে কাগ মরে আর ফকিরের কেরামত বাড়ে–

[জুড়ির গান]

ওরে ও চণ্ডীচরণ!
তোমার কি নাইরে মরণ!
কোন সাহসে চাকর ডেকে
ভদ্রলোকের কান মলাও!